০৩-০৯-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা : -- কোনো ভুল হলে বাবার কাছে লুকিও না, যদি লুকাও তাহলে লুকোতে লুকোতে নিজেও লুকিয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- বিগড়ে বা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে আবার ঠিক করে বানিয়ে দেন যে বাবা, তিনি বাচ্চাদের বিগড়ে যাওয়াকে কোন্ আধারে ঠিক করেন ?

উত্তর :- পবিত্রতার আধারে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা যখন বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করতে আসেন, তখন এই পবিত্রতার উপরই অনেক ঝগড়া হয় । অবলাদের অত্যাচার সহ্য করতে হয় । পবিত্র হওয়া ছাড়া দেবতা হতে পারবে না । ভারতকে কড়ি থেকে হীরা, দুঃখধাম থেকে সুখধাম, পুরানোকে নতুন বানানোর জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । তোমরা বাচ্চারা এই কাজে বাবাকে সাহায্য করো তাই বাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও পুজো হয় ।

গীত : - ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে ? কোন্ বাচ্চারা ? প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা । বাবা বলেন, আমি বি.কে দের সামনে জ্ঞান শোনাই । বাচ্চারা জানে যে, এখানে কোনো শূদ্রকুমার বা রাবণ কুমার বসতে পারে না । নামই হয়েছে ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তোমরা জানো যে আমাদের ব্রহ্মা বাবার বাবা হলেন শিব । আমাদের আত্মাদের বাবাও হলেন শিব । সেই বাবাই সব বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করেন । ভারতই বিগড়ে গেছে, তাকেই ঠিক করেন । বাবা বলেন যে, ভারত হীরের মতো ছিলো, সুখধাম ছিলো । নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত, নতুন দেবী - দেবতার রাজ্য ছিলো । এখন ভারত খারাপ অবস্থায় এসে গেছে, অসুরের রাজ্য হয়ে গেছে । এই খারাপকে ভালো বা নতুন করেন কে ? এ তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না । বরাবর ভারত ছিলো উঁচু এখন নীচু হয়ে গেছে । অন্য কোনো ধর্মের জন্য বলা হবে না যে, এ অনেক উঁচু ছিলো এখন নীচু হয়ে গেছে । যারা রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছিলো তারাই আবার রাজত্ব করে । তাই বলা হয় আবার নতুন করে বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করেন যিনি । সত্যযুগের পরে আবার অবশ্যই ত্রেতা, দ্বাপর আর কলিযুগ আসেই । সব যুগই খারাপ হয়ে যায় । সতো, রজো এবং তমোতে অবশ্যই আসতে হবে । এখন সবই খারাপ হয়ে গেছে । সব ধর্মেরই নিজেদের মধ্যে অনেক হাঙ্গামা । চাইনিজদের নিজেদের মধ্যে, বৌদ্ধদের নিজেদের মধ্যে, সকলেই নিজেদের মধ্যে কত লড়াই ঝগড়া করে । এত যে অনেক ধর্ম আছে, সকলেরই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে । সবই তমোপ্রধান, জর্জরিভূত অবস্থায় আছে । সবাইকেই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হতেই হবে । রাবণ তমোপ্রধান বানিয়ে দেয় এরপর রাম এসে সেই খারাপকে আবার ঠিক করেন ।

তোমরা জানো যে রাম কাকে বলা হয় । রাম - রাম বলে মালা ঘোরায় তো বাবাকেই স্মরণ করে । নামই হলো রুদ্র মালা । রুদ্র হলো শিবের গলার মালা । সব ধর্মের মানুষ স্মরণ অবশ্যই করে । সর্ব ধর্মের সদ্গতিদাতা হলেন শিব । তাঁর সাথে অবশ্যই সাহায্যকারী থাকবে । রুদ্র মালা অনেক সেবা করে । বাচ্চারা, তোমাদের অনেক সেবা করতে হবে । সেবা করো তখনই তো তোমাদের পূজন হয় । রুদ্র যজ্ঞেরও রচনা করা হয় তা কেবল ভারতে নয়, সম্পূর্ণ দুনিয়ায়, কেননা তোমরা সম্পূর্ণ

দুনিয়াকে পবিত্র করো । সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা স্বর্গ বানাও, তাই অবশ্যই সম্পূর্ণ সৃষ্টির তোমাদের পূজা করা উচিত । রুদ্র হলেন বাবা । তাঁর বড় শিবলিঙ্গ মাটির বানানো হয় আর ছোটো ছোটো শালগ্রামও বানানো হয় । এর নাম হলো রুদ্র যজ্ঞ । তোমাদের পুজো হয় কারণ তোমরা সেবা করে গেছো । মানুষ রুদ্র যজ্ঞের রচনা করে, অনেক পুজো করে । লাখ শালগ্রাম বানানো হয় । প্রথমে হলো ৮ এর মালা, তারপর ১০৮, তারপর ১৬১০৮ এর মালা । তারা সাহায্য করেছে, যারা অনেক সাহায্য করবে তারাই কাছাকাছি আসবে ।

তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো রুদ্র মালায় গ্রথিত হওয়ার জন্য । কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এ খুবই সহজ । বাচ্চাদের জন্য বাবাকে স্মরণ করা খুবই সহজ, জন্মমাত্রেই বাবা – মাম্মা বলা শিখে যায় । তোমরাও তো বাবা – মাম্মার সন্তান হয়েছো । তোমরা বলোও -- তুমি মাতা – পিতা -- । এখন তোমরা জানো যে, আমরা মাতা – পিতার সামনে বসে আছি । সেই মাতা – পিতা আমাদের রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য শিক্ষাদান করছেন । এমনিতে তো রাজা বানানোর জন্য রাজাকেই শিক্ষা দেওয়া উচিত । ব্যারিস্টার বানানোর জন্য যেমন ব্যারিস্টাররাই শিক্ষা দেন কিন্তু এ তো আশ্চর্যের কথা । পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনিই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি । সমস্ত বেদ, শাস্ত্র, গ্রন্থ ইত্যাদিকে তিনিই জানেন । তিনি হলেন নিরাকার, নলেজফুল, ব্লিসফুল এবং দয়ালু । তিনি সকলের উপর দয়া করেন, তারাও সতোপ্রধান হয়ে যায় তাই তাঁকে বেহদের সর্বদয়া বলা হয় । এই এই নাটকেই নিহিত আছে । আত্মা পবিত্র হলে সমস্ত জিনিসই পবিত্র হয়ে যায় । এখন এই তত্ব ইত্যাদিও কতো ক্ষতি করে । ওখানে তত্বও সতোপ্রধান হয় । কখনোই কেউ বৃদ্ধ হয় না । তাই এই বি গড়ে যাওয়া পরিস্থিতিকে ঠিক করেন বাবা । তাঁকেই ওয়ার্ড অলমাইটি অথরিটি বলা হয় । সেই ওয়ার্ড অলমাইটি অথরিটিই রাজ্য স্থাপন করেন । তিনি নিজে নিরাকার, তাঁকে মহারাজা অথবা বিশ্বের মালিক বা বিশ্বের উপর রাজত্ব করেন, এমন কথা বলা যাবে না । তিনি তো "করণকরাবনহার ।" তিনি দেবী – দেবতার রাজধানী স্থাপন করেন কিন্তু নিজে রাজত্ব করেন না ।

তোমরা বাচ্চারা বলো, আমরা ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি এই বিশ্বের মালিক হই । এরপর তোমাদের উপর কোনো অথরিটি চলে না । কেউই হুকুম করতে পারে না । সত্যযুগ আর ত্রেতায় আর কেউই থাকে না । তাই বাচ্চারা, তোমাদের সিদ্ধ করে বলতে হবে যে, সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি হলো গীতা । ভগবানই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা মানুষ থেকে দেবতা হই । মানুষ খারাপ হয়ে গেছে তাই বাবা এসে তাদের আবার দেবতা করেন । সমস্ত কিছুই এই পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । বাচ্চারা লেখে যে -- বাবা, পবিত্র হওয়ার জন্য অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, তোমাদের অনেক যুক্তির সঙ্গে চলা উচিত । এতে অনেক সাবধানতার প্রয়োজন । একটা খেলা দেখানো হয়, যেখানে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনো স্ত্রী কতো রকম চরিত্রের অভিনয় করে । বাবা বলেন যে – বাচ্চারা, এতে তোমাদের নষ্টমোহা হতে হবে । অনেকেরই স্বামী বা সন্তানের প্রতি মোহের আকর্ষণ থাকে । কন্যাদের তো তাদের মা – বাবা আর ভাই – বোনের প্রতি মোহ থাকে তারপর যখন বিয়ে করে তখন আরো যোগ হয়ে যায় । পতি, শাশুড়ি, তারপর যখন সন্তানের জন্ম হয় তখন তাদের প্রতিও মোহ তৈরী হয় । ডবল বৃদ্ধি হয়ে যায় তাই প্রথমে তো নষ্টমোহ হওয়া উচিত, এতে অনেক পরীক্ষা আসে । রাজারা যখন গৃহত্যাগী হয় তখন প্রথমে গুরুর কাছে যায়, তিনি তাদের দিয়ে কাঠ কাটান, আশ্রম পরিষ্কার ইত্যাদি করান যাতে দেহ অভিমান দূর হয় । এখানেও এমনই নিয়ম । গরীবরা তো এইসব কাজ করতেই থাকে । বড় ঘরের

মানুষদের মধ্যে অনেক দেহ ভাব থাকে, তাই তাদের পরীক্ষা নেওয়া হয় । শুরুতে বাবাও তো পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তাই না ? এই দেহ ভাব দূর করার জন্য তোমরা সব কিছুই করতে । মোটর পরিষ্কার করা, ধোপার কাজ করা । কেউ এলেই বলো – প্রথমে তো এই কাজ করতে হবে । বড় ঘরের মানুষদের জন্য আসাই তো খুব মুশকিল । গরীবদের উপর আবার মার খাওয়ার সমস্যা । পবিত্র থাকতে দেয় না । তাদের সঙ্গে যুক্তির সঙ্গে চলতে হয় কিন্তু অবশ্যই সম্পূর্ণ নষ্টমোহা হওয়া চাই । অর্ধেক নষ্টমোহা হবে তো এক পা এদিকে আর এক পা ওদিকে আটকে থাকবে । তখন এমনভাবে আটকে খুবই দুঃখী হয়ে যায় । বাবাকে ভোলার কারণে ছি ছি হয়ে যায় ।

বাবা তাঁর বাচ্চাদের নিরন্তর স্মরণ করার কারণে অনেক যুক্তি বলে দেন । এই স্মরণের দ্বারাই তোমরা বিকর্মজিত হবে । বাবা কল্পে কল্পে শ্রীমত দিয়ে এসেছেন । এই রাজধানী তো অবশ্যই স্থাপন হয় । যারা আগের কল্পের মতো পুরুষার্থ করবে, তারা লুকিয়ে থাকতে পারবে না । চট্ করে মনে পড়ে যায় । দাস – দাসীও তো হয়, তাই না । এখানে থাকলে রাজধানীতে তো এসেই যাবে কেননা, যাই হোক, বাচ্চা তো হয়েছেই । দাস – দাসী হয়ে তখন কিছু না কিছু পদ পেয়েই যায় । না হলে এই দাস – দাসীরা কোথা থেকে আসবে । প্রজাদের তো ভিতরে আসার অনুমতি দেওয়া হয় না । দাস – দাসীরা তো ভিতরেই থাকে । অনেকেই বলে, আমরা যদি কৃষ্ণের দাস – দাসী হতে পারতাম, তাও ভালো । মার থেকেও বেশী তাদের কোলেই থাকে । আজকাল বাচ্চাদের তো নার্সই সামলায় । ওখানে তো কৃষ্ণকে দেখভাল করাতেও অনেক খুশী হয় । কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে তো সব মায়েরা কৃষ্ণকে দোলনায় দোলায় । ওখানেও দাসীরাই সব সামলায় ।

বাপদাদার খুব ভালো ভালো বাচ্চা চাই । বাবা তো বলেন ---কতো পরিশ্রম করতে হয় এই রাজধানী স্থাপন করতে । ঝাড়ে ঝাড়ে কাঠি, তা সামলাতেই অস্থির হয়ে যায় । কারোর কারোর উপর তো চলতে চলতে কু গ্রহের প্রভাব পড়ে যায়, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । এ তো গুড়ই জানে আর গুড়ের বস্তা জানে অর্থাত্ বাপদাদা জানে । বাবা তো গুড়ই, তিনি অতি মিষ্টি । সেই গুড়ের বস্তা অর্থাত্ যাঁর মধ্যে তিনি আসেন, তিনি জানেন আর ইনি জানেন । মায়া রাবণ এমন থাপ্পড় মেরে দেয় যে তা জানাই যায় না । অবজ্ঞা যদি হয়ে যায় তো ক্ষমা তো চাও, না হলে অনেক কর্ম ভোগ হয়ে যায় । বোঝালেও বোঝে না । মায়ার এমনই গ্রহণ লেগে যায় । এ কথা বাবা নিজেই বলেন । কখনো যোগ খুবই সুন্দর লাগে, কখনো আবার মায়া এমন তুফান নিয়ে আসে যে, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । বাবা বলেন যে, প্রথমে তো তোমরা অনুভব করবে তারপর তো অন্যকে বুঝিয়ে বলবে, তাই না । তুফান তো সব প্রথমে বাবার কাছেই আসে । বাবা বলেন যে নিজেকে কোনো কেউকেটা মনে করো না । মন স্বচ্ছ হলে উচ্চ লক্ষ্য হাসিল হয় । মনে আর বাইরে যদি স্বচ্ছ হয় তখনই তো সেই স্বচ্ছ হৃদয় দেখে সাহেব (বাবা) খুশী হন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের বিগড়ে যাওয়া সবকিছুকে বাবাই ঠিক করে দিচ্ছেন । আমরা একদম বাঁদরের মতো ছিলাম । বাবা আমাদের মন্দিরের উপযুক্ত করেন । আমরা বিশ্বের মালিক হই, তখনই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য বেদী পাই । সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয় । সারা বিশ্বের হয়ে আমরা রাজত্ব করি তারপর আমাদের জন্য মন্দির তৈরী হয় যেখানে আমাদের পুজো হয় । আমরাই প্রথমে পুজো করতাম তারপর আমরাই পূজ্য হলাম, তারপর আমরাই পূজারী হই আবার আমরাই পূজ্য হই । খুব ভালোভাবেই তো বোঝানো হয় । মায়া খুব ভালো ভালো বাচ্চারও মাথা খারাপ করে দেয় । দেহ ভাব খুব ক্ষতি করে দেয় তখন কিছু না কিছু পাপ হয়ে যায় । শিববাবাকে কেউ যেন অবজ্ঞা না করে । তাঁর কাছে কেউ

যেন কিছু না লুকায় । ধর্মরাজও আছেন, তিনি অনেক বড় দণ্ড দেন । তাঁর ভয় থাকা উচিত । অবজ্ঞা হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত ---বাবা, আজ আমার এই ভুল হয়ে গেছে । শিববাবার কাছে ব্রহ্মার দ্বারা বলবে । ভয় থাকে যে ব্রহ্মা তো প্রথমে পড়বে । আরে, তিনি তো বাবা, তিনি শিক্ষা দেন । মাম্মাও শিক্ষা দেন । তোমাদেরও যদি কেউ বলে তখন তোমরাও শিববাবাকে খবর দাও । মাম্মা - বাবাও তখন জেনে যায় । বোঝানো তো অনেকই হয় । বন্য হাতি হয়ো না । হাতির অনেক দেহ ভাব থাকে । এই দেহ ভাবও অনেক ক্ষতিকারক, অর্ধেক কল্প তো চলে আসছে । ওখানে তো বুঝতে পারে যে, আমি আত্মা, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করি । সেখানে আত্ম - অভিমানী বলা হবে । এখানে তো সবাই দেহ অভিমানী । বাচ্চাদের তাই শ্রীমত নিতে হবে । ভুল কখনোই লুকানো উচিত নয় । লুকাতে লুকাতে তোমরা হারিয়ে যাও । যোগ ছিন্ন হয়ে যায় । বিগড়ে যাওয়াকে ঠিক করেন একমাত্র ভগবানই হলেন অথরিটি । এখন তোমরা তাঁর সন্তান হয়েছো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, জ্ঞানের তারা বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) ভিতরে এবং বাইরে হৃদয়কে স্বচ্ছ রেখে সাহেব বাবাকে খুশি রাখতে হবে । মায়ার গ্রহণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাবাকে সত্যতার সঙ্গে সব শোনাতে হবে ।

২) সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে । সামান্যতমও কোনো দেহধারীর আকর্ষণে থাকবে না । দেহ ভাবকে নাশ করার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান :-- মাস্টার জ্ঞান সূর্য হয়ে সমগ্র বিশ্বকে সর্ব শক্তির কিরণ দিয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব

সূর্য যেমন নিজের কিরণের দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করে, তেমনি তোমরা সবাই যদি মাস্টার জ্ঞান সূর্য হও তাহলে নিজের সর্ব শক্তির কিরণ বিশ্বকে দিতে থাকো । এই ব্রাহ্মণ জন্ম পেয়েছো বিশ্ব কল্যাণের জন্য তাই সর্বদা এই কর্তব্যে ব্যস্ত থাকো । যে ব্যস্ত থাকে সে যেমন নিজেও নির্বিঘ্ন থাকে আর সকলের প্রতিই বিঘ্ন বিনাশক হতে পারে । তার কাছে কোনো বিঘ্নই আসতে পারে না ।

স্লোগান :-- দায়িত্ব সামলিয়েও সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে ডবল লাইট থাকাই হলো ফরিস্তা হওয়া ।